দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 OCT 1995 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

উচ্চমাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছে ভর্তি পদ্ধতি এখনও অনিশ্চিত!

চার বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। পাসের হার, বিশেষ করে বোর্ড ভেদে এই হারের তারতম্য নিয়ে কিছু ক্ষোভ থাকলেও সবকিছুই এখন থিতিয়ে আসবে। পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর এর খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ব্যথা কারোই তেমন একটা থাকে না। না থাকার কারণও আছে। ফল বেরোনোর পরই দেখা দেয় ভর্তির তাগিদ। উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশ এখন আর নেহাত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের ব্যাপার নয়। মেলা কসরত করেই সুযোগটা পেতে বা করে নিতে হয়। পেছনে ফেলে আসা-কোন কিছুর দিকেই ফিরে তাকানোর সময় তাই থাকে না।

আমরাও এখন এই নতুন পর্যায় তথা উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে ভর্তির ব্যাপার নিয়েই ভাবছি। তবু চিন্তার সততা রক্ষার খাতিরে উল্লেখ না রেখে পারছি না যে, চার বোর্ডের পরীক্ষায় পাসের হারে এমন তারতম্য ঘটার ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে বাধে। অধিকন্তু কোন একটি বোর্ডে পাসের হার উচ্চ হলে তা ঢাকা বোর্ডেই হওয়ার কথা। ঢাকা বোর্ডের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এই রাজধানী নগরীতে অবস্থানের কিংবা তার কাছাকাছি থাকার সুবাদে শিক্ষার উন্নততর সুযোগ পেয়ে থাকেন। পাসের হারে তাদের পিছিয়ে পড়াটা তাই বেমানান ঠেকে।

যা হয়ে গেছে তার মানান-বেমানান হওয়া নিয়ে কথা বলার লক্ষ্য একটাই—এর পুনরাবৃত্তি রোধে যত্নশীল হওয়া। ঘাপলা যদি কিছু ঘটে থাকে, সুময় থাকতেই তা সংশোধন করে নেয়া। এ কথাটি বলাও অকারণ নয়। গত এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরও অনেক কিছুই, এমনকি মেধা তালিকাও রদবদল করতে হয়েছে। এবারও যদি তেমন কিছু করার প্রয়োজন থাকে ফল প্রকাশের পরের ধাপ তথা উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হওয়ার আগেই তা করে নিতে হবে, অন্যথায় এর কোন তাৎপর্যই থাকবে না।

এসবই বাড়তি কথা। এবার উপস্থিত প্রসঙ্গে ফিরে আসি। উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তি সংক্রান্ত যে ভাবনার আভাস শুরুতেই দেয়া আছে, তাতে নিবিষ্ট হই।

এমনিতে তো এ চিন্তা বা দুশ্চিন্তা শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের পোহানোর কথা। কোথাও যদি ঝামেলা কিছু বাধে তখনই আমরা তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হই। এবার আগেই নিজেদের যুক্ত করতে হচ্ছে এ জন্যে যে, কিছু ঝামেলা আগ থেকেই পাকিয়ে রয়েছে। সে ঝামেলা যদি এখনই মিটিয়ে ফেলা না হয়, গোটা ভর্তি প্রক্রিয়াই গোলমেলে হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। ভর্তি প্রক্রিয়া প্রসঙ্গটিকে তাই অবস্থা কি দাঁড়ায় তা দেখার অপেক্ষায় তুলে রাখার উপায় নেই।

বিষয়টা ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে। এ যাবৎ যেভাবে এই কাজটি সমাধা হয়ে আসছিল সে নিয়ে অসন্তোষের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। ভর্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি সরকারী নয়া নীতি প্রকাশের ফলে এই অসন্তোষের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়ে আছে। এ অবস্থায় সাবেক ধারা অব্যাহত রাখার প্রশ্ন আসতে পারে না। অথচ ভর্তির সময় এসে যাওয়ার পরও কাজটি কিভাবে করা হবে, তা এখনও নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই।

অনিশ্চয়তার মূলে আছে উল্লিখিত সরকারী নয়া নীতি— যার সার কথা হচ্ছে, শিক্ষায়তনে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার বালাই থাকবে না। পূর্ববর্তী জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষায়তনে ভর্তি হবেন। এবং শিক্ষাঙ্গনে সরকার সংরক্ষিত বা ঘোষিত কোটা ছাড়া অন্য কোন কোটা থাকবে না। সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত এ নীতি ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক অভিনন্দন লাভ করে। তবু এর বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনা অনিশ্চিত। চিন্তা বা দুশ্চিন্তার কারণ এতেই নিহিত।

সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে এভাবে— উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ইন্সটিটিউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরে দাবী করা হয় যে, যেহেতু তারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী, তাদের ওপর কোনো সরকারী নীতি চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তাদের ভর্তিনীতি তারাই তৈরি করবেন। সেই সঙ্গে এ আভাসও ব্যক্ত করা হয় যে, ভর্তি পরীক্ষার প্রথা কোনো না কোনভাবে তারা চালু রাখবেনই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জানানো হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্যে প্রস্তাবিত কোটা একটু সংকুচিত হলেও বহাল থাকবেই।

এ নিয়ে বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে। আমরাও আমাদের মতামত মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। এরপর এখন যখন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করার সময় সমাগত, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার থেকে ভর্তির কাজ দ্রুত সারার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তখনও মূল ব্যাপাটাই অনিশ্চিত। অর্থাৎ ভর্তি পদ্ধতি কি হবে, তা এখনও স্থির হয়নি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির পদ্ধতি কি হবে, তা স্থির করার জন্যে একটা বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে মাত্র। তখন দুশ্চিন্তা চেপে রাখা দুষ্কর। ভয় হচ্ছে, ভর্তি প্রক্রিয়া এবারও প্রলম্বিত বা বিলম্বিত হতে যাচ্ছে। আর নয়া নীতি যে স্বস্তি বয়ে এনেছিল, তাও এখন অনিশ্চিত।

নয়া কমিটি করেই যদি সিদ্ধান্ত নেয়া অপরিহার্য ছিল, তা এতদিন না করার রহস্য বুঝতে আমরা অক্ষম। যদি কেউ এর মধ্যে কোন 'উদ্দেশ্যের খেলা' থাকার সন্দেহ পোষণ করেন, যদি মনে করেন, শেষ মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত জানিয়ে তড়িঘড়ি করে তা চাপিয়ে দেয়ার কৌশল হিসাবেই এমনটা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি বলবেন আমাদের তা জানা নেই। জানার কথাও না। তবে এ নিয়ে দোষারোপ করার উপায় নেই, এটা বুঝি। কেননা, এই বিলম্ব তাদের কাজের স্বচ্ছতা নষ্ট করেছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল আলোচিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা অপরিহার্য ছিল। সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে এমন কিছু করা কোন উচ্চমান বা মর্যাবান প্রতিষ্ঠানের উচিত না।

তবু নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পালাই যখন এসেছে তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বিবেচনার জন্য আমরা কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। প্রথম কথাই হচ্ছে, এ নিয়ে বিলম্বের অবকাশ নেই। সিদ্ধান্তটি তাদের খুবই দ্রুত নিতে হবে, যাতে প্রয়োজনে তা সংশোধনেরও সুযোগ থাকে। সংশোধনের প্রয়োজন যে হতে পারে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর্যুপরি সিদ্ধান্ত পাল্টানো থেকেই প্রমাণিত হয়েছে।

পরের কথাটি হচ্ছে এই যে একটি সংস্থার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অসীম স্বাধীনতার ব্যাপার নয়। তা সকল অবস্থায়ই জাতীয় নীতির সীমায় আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে তাকেই যদি শিক্ষার্থীর যোগ্যতার চূড়ান্ত মাপকাঠি গণ্য করা হয়, তাতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। আর সকল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকেই জাতীয় নীতির সীমা মেনেই কাজ করতে হবে।

এ নীতির বিরুদ্ধে একটি কথাই বলা হচ্ছে যে কেউ যদি জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষায় কোন কারণে খারাপ করে থাকে, এতে তার সুযোগ সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে দিয়ে তাকে বা তাদের বাড়তি সুযোগ দিতে হবে। এ যুক্তির অসারতা প্রমাণের জন্যে যুক্তি জাল বিস্তারের প্রয়োজন নেই। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এটাই যদি মানতে হয়। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষায় মেধার পরিচয় দিয়ে বিশেষ কারণে ভর্তি পরীক্ষায় খারাপ করে ফেলাও অসম্ভব কিছু না। তেমন শিক্ষার্থীদের বাড়তি সুযোগের পথ কি হবে?

পরীক্ষার মান সংক্রান্ত আপত্তিও ধোপে টেকার নয়। জাতীয় পর্যায়ে নেয়া পরীক্ষার ফল যদি নির্ভরযোগ্য না হয়। ভর্তি পরীক্ষার ফলকেও নির্ভরযোগ্য মনে করে নিশ্চিত হওয়ার যুক্তি নেই। দুটোই পরীক্ষা। দুটোতেই বিপত্তির আশংকা সমানভাবে বর্তমান। সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে নেয়া পরীক্ষার মান অস্বীকার করতে হলে এ জাতীয় পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে অন্য কিছুর কথা ভাবাই আবশ্যিক।

'পোষ্য কোটা' ধরনের অগণতান্ত্রিক এবং অযৌক্তিক আবদার কোন সচেতন সমাজই বরদাশত করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় আর অন্যসব উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ জাতীয় আবদার-আশকারা পেলে বড় বিপত্তির ভয় আছে। নতুন করে যারা ভর্তি পদ্ধতির নিয়ম স্থির করতে যাচ্ছেন তারা এদিকগুলো বিবেচনায় রাখলেই ফলপ্রসূ কিছু করা সম্ভব হতে পারে। তবে যাই করুন, কাজটি দ্রুত সারুন, এটাই তাদের কাছে আমাদের শেষ আবেদন। ন্যায় এবং যুক্তির পাওনা মিটিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তার বাস্তবায়নে বিপত্তির ভয় থাকে না। শিক্ষা এমনই একটা বিষয়, যার কোন স্তরেই ন্যায় এবং যুক্তিকে অবহেলা করে সামনে এগোনোর উপায় নেই।

— সালেহ চৌধুরী